মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা , বাগেরহাট।

মোঃ মাকরুজ্জামন
জনসংযোগ কর্মকর্তা
বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
মোবাঃ ০১৭৪০-৬২৫৭৪০
ই-মেইলঃ prompa6@gmail.com
ওয়েবঃ www.mpa.gov.bd

প্রেস রিলিজ

মোংলা বন্দরে এক মাসে একশতটি জাহাজ আগমনের রেকর্ড

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে মোংলা বন্দরে একমাসে সর্বোচ্চ ১০০টি জাহাজ আগনের রেককর্ড ছুয়েছে। যা বন্দর সৃষ্টির সাত দশকের মধ্যে এক মাসে সবচেয়ে বেশী জাহাজ আগমনের রেকর্ড। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর হিসেবে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের তথা বাংলাদেশের সামগ্রীক অর্থনীতিক উন্নয়নে এ বন্দর ব্যপক ভূমিকা রেখে চলেছে। ২০০১ হতে ২০০৮ অর্থ বছর পর্যন্ত এ বন্দর নানামুখী প্রতিকুলতার কারণে লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। বিগত ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ০৭টি জাহাজ ও পুরো অর্থ বছরে ৯৫টি জাহাজ আগমন এবং ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে বন্দর ১১ কোটি টাকা লোকসান করে। ফলে মোংলা বন্দর লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দ্বায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে মোংলা বন্দর উন্নয়নের জন্য সরকার অগ্রাধিকার ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। এ বন্দর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে কাজ শুরু করে ফলে ক্রমান্বয়ে মোংলা বন্দরে সর্বোচ্চ বিদেশী জাহাজ আগমনের রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে।

মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিরলক্ষ্যে ৪৫৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০৯ হতে ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৯টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ৪টি উন্নয়ন কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে ৫ টি প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন এবং ৪টি প্রকল্প ডিপিপি প্রনয়ানাধীন রয়েছে। মোংলা বন্দর ব্যবহারকারীদের দক্ষ ও দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাদি সৃষ্টি করে যার হয়েছে –

১। নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য ড্রেজিং করা ;

২। পশুর চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা এবং নব্যতা সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত ড্রেজিং কার্য পরিচালনার জন্য কাটার সাকশান ড্রেজার সংগ্রহ করা ;

৩। বন্দরে মালামাল দ্রুত ও দক্ষতার সাথে হ্যান্ডলিং এর জন্য বিভিন্ন ধরনের ৪২টি কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ;

৪। বন্দরে দিবারাত্রি নির্বিঘ্নে জাহাজ আগমন ও নির্গমনের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ পূর্বক বন্দরের পশুর চ্যানেলে স্থাপন ;

৫। বন্দরে আগত জাহাজ সুষ্ঠু ও দ্রুততার সাথে হ্যান্ডলিং এর লক্ষ্যে ১টি পাইলট বোট, ১টি ডেসপাচ বোট,২টি টাগবোট, নদীতে তেল অপসারণের জন্য ১টি জলযান, ১টি বিমলিষ্টার মূরিং বয়া স্থাপন সহ প্রভৃতি সংগ্রহ ;

৬। বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত গাড়ি রাখার জন্য সংযোগ সড়কসহ ২টি কার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।

৭। বন্দরের বিভিন্ন স্থাপনায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৮০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপনা করা হয়েছে।

এছাড়া চলমান প্রকল্প সমূহ সম্পন্ন হলে রামপাল প্রকল্প পর্যন্ত বিদেশী জাহাজ যাতায়াত করতে পারবে। ভিটিএমআইএস এর মাধ্যমে সহজেই বন্দরের জাহাজ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা যাবে। জাহাজে সুপেয় পানি সরবরাহসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টও সংগ্রহ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

পদ্মা ব্রীজ নির্মাণের পর রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুসহ অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে উঠলে বন্দরে জাহাজের আগমন বৃদ্ধির সাথে সাথে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে বন্দর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

জনসংযোগ কর্মকর্তা
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ